অন্নংভট্ট সম্মত হেতু

- ন্যায়মতে, যে স্থলে যা অনুমানের প্রকৃত হেতু, তাকে লিঙ্গ বলে। এই লিঙ্গের দ্বারা অনুমেয় পদার্থ অর্থাৎ সাধ্য অনুমিত হয়। অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গি বলে। লিঙ্গ পদার্থের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, ব্যাপ্তিবলেন লীনং অর্থং গময়তি ইতি লিঙ্গম্। অর্থাৎ যা ব্যাপ্তির শক্তিতে লীন বা অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করে বা পাইয়ে দেয়, তা লিঙ্গপদবাচ্য। সহজ কথায় লীন পদার্থের জ্ঞাপককে লিঙ্গ বলে। কিন্তু লিঙ্গ স্বয়ং লীন পদার্থের জ্ঞাপক হয় না। তা ব্যাপ্তি বলের সাহায্যে লীন পদার্থের জ্ঞাপক হয়।

এককথায় বলা হয় ব্যাপ্তির সাহায্যে লীন পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ। ধূমকে বহ্নির লিঙ্গ বলা হয়। যেখানে ধূমের উৎপত্তি হয়, সেখানে বহ্নি অবশ্যই থাকে। ধূম ও বহ্নির এই নিয়মিত সাহচর্য্যকে ব্যাপ্তি বলা হয়। এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের ফলে ধূম বহ্নির লিঙ্গ হয়। তর্কভাষা গ্রন্থে কেশব মিশ্র বলেন, ‘‘ব্যাপ্তি বলে বলীয়ান হয়ে যে অর্থের জ্ঞাপক হয় তাকে লিঙ্গ বলে’’। এই প্রসঙ্গে দর্শনকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে ‘লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্’ - অর্থাৎ যা অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক, চিহ্ন, অনুমাপকহেতু, অনুমিতিতে কোন সাধ্যের যা সাধন তাই লিঙ্গ। যদনুমেয়েন সম্বন্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্।। যা পক্ষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত এবং সাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত এবং সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট বিপক্ষে অসিদ্ধ বা ব্যবৃত্ত এরূপ অনুমাপক হেতুই লিঙ্গপদবাচ্য।

এই লিঙ্গ প্রথমতঃ দু-প্রকার :- সলিঙ্গ ও অসলিঙ্গ বা সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু। কোষগ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, হেতু কথাটির ব্যবহার ভারতীয় যুক্তিশাস্ত্রে সাধারণতঃ দুটি অর্থে করা হয়ে থাকে - কারক ও জ্ঞাপক। যে হেতু কার্যের উৎপাদক তাকে কারক হেতু বলে। যেমন ঘট কার্যের প্রতি চক্র, দণ্ড ইত্যাদি কারক হেতু। অপরপক্ষে যার জ্ঞান অন্য জ্ঞানের কারণ হয় তা জ্ঞাপক হেতু। যেমন ধূমের জ্ঞান বহ্নির জ্ঞানের জনক হওয়ায় ধূম বহ্নির জ্ঞাপক হেতু। (জ্ঞাপকত্বং - জ্ঞানজনকজ্ঞানবিষয়ত্বম্)। বর্তমান নিবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় কিন্তু জ্ঞাপক হেতু।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘স্বার্থানুমিতিপরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্’’ অর্থাৎ কি স্বার্থানুমিতি কি পরার্থানুমিতি উভয়েরই করণ হল লিঙ্গপরামর্শ। অতএব এই লিঙ্গপরামর্শই অনুমান। লিঙ্গ পদের অর্থ আমরা পূর্বেই জেনেছি। পরামর্শ হল একপ্রকার জ্ঞান। সুতরাং লিঙ্গপরামর্শ বলতে হেতুর এক প্রকার বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়। এই লিঙ্গপরামর্শই যে অনুমিতির করণ তা বোঝাতে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি’’। অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলা হয়। এই লঙ্গপরামর্শ বলতে নৈয়ায়িকগণ তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শকেই বুঝিয়েছেন।

এই তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শই নিম্নোক্তভাবে বহ্নির অনুমিতিতে কারণ হয়, প্রথমে পাকশালা, গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য জ্ঞান বা সহচার দর্শনের ফলে ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্যঃ এরূপ জ্ঞান হয়। পাকশালাদিতে এরূপ যে প্রথম ধূম জ্ঞান হয়, তা পরবর্তী অনুমিতির উৎপত্তিতে প্রথম লিঙ্গ দর্শন বলে স্বীকার করা হয়। অতঃপর ঐ প্রথম লিঙ্গ দর্শনকারী যদি কোন পর্বতে বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে ধূম (লিঙ্গ) দর্শন করেন, তাহলে ঐ ধূম দর্শনকে দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন বলা হয় । এখন পাকশালাদিতে প্রথম লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা যে সংস্কার উৎপন্ন হয়েছিল, দ্বিতীয় লিঙ্গ (ধূম) দর্শনের দ্বারা ঐ ব্যাপ্তি বিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায় ‘ধূমোবহ্নিব্যাপ্যঃ’ এরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। অতঃপর ‘বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ’ - এপ্রকারে পর্বতের সাথে বহ্নিব্যাপ্য ধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই ধূম জ্ঞানকে তৃতীয় ধূমজ্ঞান বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বলে। এই জ্ঞানের পরক্ষণেই ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্’ এরূপ অনুমিতি হয়। এই জন্যই অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি’’।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎসায়ন, হেতু বা লিঙ্গের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘তস্য সাধ্যসাধনতাবচনং হেতু’’। সাধ্য সাধনত্ব অর্থাৎ সাধ্য প্রতিষ্ঠা যে পদার্থ করে তাকেই হেতু বা লিঙ্গ বলে। ন্যায়মতে এটিই হেতু পদের সামান্য লক্ষণ। অনুমান প্রমাণ দ্বারা পর্বতাদি পক্ষে সাধ্যরূপ ধর্মের সাধনত্ব বা অনুমাপকতার প্রযোজকত্বই হল হেতুর সামান্য লক্ষণ। অনুমানে সর্বত্র প্রসিদ্ধ পদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয়। হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজক রূপ ন্যায়মতে পাঁচ প্রকার। এই পাঁচটি ধর্ম যে হেতুর থাকবে, সেই হেতু সাধ্যধর্মের সাধক বা অনুমাপক হবে। এই অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব রূপ পাঁচটি ধর্ম সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু যে পদার্থটি ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সাধন করবে তার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য কি হতে পারে সে সম্পর্কে সূত্রকার সরাসরি কোন আলোচনা না করলেও তিনি পরার্থানুমানের দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের লক্ষণসূত্রে একটি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি সেখানে 'সাধ্যসাধনং' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করে সাধ্যসাধনত্বই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ এটা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কিরূপ পদার্থ সাধ্যের সাধক হবে তা তাঁর পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। তাঁর উদ্দেশ্য হল এই যে, যে হেতু সাধ্য সাধন করবে তা পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন হবে। এই হেতুকে ন্যায় দর্শনের পরিভাষায় অনুমাপক বা গমক হেতু বলে।

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ এই পঞ্চ লক্ষণের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এগুলি হল পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ব বা অবাধিতবিষয়ত্ব। তবে নৈয়ায়িকগণ তিন প্রকার হেতু স্বীকার করায়, যে হেতুর ক্ষেত্রে সপক্ষ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে সপক্ষসত্ত্বকে বাদ দিয়ে এবং যে ক্ষেত্রে বিপক্ষ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে বিপক্ষাসত্ত্বকে বাদ দিয়ে বাকি চারটি লক্ষণই হেতুর ধর্ম বলে বুঝতে হবে। অন্যান্যক্ষেত্রে হেতু কিন্তু পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন।

সাধ্যের সাধক হেতু বা লিঙ্গটিকে যে পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন হতে হবে, তার সমর্থন আমরা পাই ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থেও। সেখানে জয়ন্ত ভট্ট বলেছেন,

‘‘পঞ্চলক্ষণকাল্লিঙ্গাদ্ গৃহীতান্নিয়মস্মৃতেঃ।
পরোক্ষ লিঙ্গিনি জ্ঞানম্ অনুমানং প্রচক্ষতে’’।।

ন্যায়মঞ্জরী।

তর্কভাষা গ্রন্থে কেশব মিশ্র ও এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘যস্ত্বন্যঃ অপ্যন্বয়তিরেকী হেতুঃ স সর্বঃ পঞ্চরূপাপন্ন এব সদ্ধেতুঃ। অন্যথা হেত্বাভাসঃ, অহেতুরিতি যাবত্। কেবলান্বয়ী চতুরূপোপন্ন এব স্বসাধ্যং সাধয়তি। তস্য হি বিপক্ষাদ্বাবৃত্তির্নাস্তি, বিপক্ষাভাবাত্। কেবলব্যতিরেকো চ চতুরূপ এব। তস্য সপক্ষে সত্বং নাস্তি, সপক্ষাভাবাত্’’।

অর্থাৎ যে তিন প্রকার হেতুর কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে আন্বয়ব্যতিরেকী পঞ্চরূপ সম্পন্ন, কেবলান্বয়ী চারিটি রূপ বিশিষ্ট, যেহেতু এর বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া সম্ভব নয় এবং কেবল ব্যতিরেকী ও চারটি রূপ সম্পন্ন, কারণ এই হেতুর সপক্ষসত্ত্ব পাওয়া যায় না।

ন্যায়মতে কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেবলান্বয়ী হেতুর দ্বারা যে সাধ্যের সিদ্ধি হয়, সেই সাধ্যের কোথাও অভাব না থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণ যাকে বিপক্ষ বলে তা পাওয়া যায় না ফলে তাতে হেতুর বিদ্যমানতার অভাব অর্থাৎ যাকে বিপক্ষাসত্ত্ব বলে তাও পাওয়া যায় না। যেমন 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটির উক্ত কারণে বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া যায় না।

আবার কেবল ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা যে সাধ্যের সিদ্ধি করা হয় অনুমানের পূর্বে ঐ সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও না থাকায় নিশ্চিত সাধ্যবান্ সপক্ষ - এই নিয়মে সপক্ষ পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাতে হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান যাকে সপক্ষসত্ত্ব বলে তাও পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন 'পৃথিবী ইতরভিন্ন গন্ধবত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'গন্ধবত্ব' হেতুটিরও এই কারণে সপক্ষসত্ত্ব রূপ পাওয়া যায় না।

এখন উক্ত লক্ষণগুলি সম্পর্কে একটু বিশদে জেনে নেওয়া যেতে পারে। অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পক্ষের লক্ষণ সম্পর্কে বলেন, 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ' অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যধর্মের সন্দেহ করা হয়, সাধ্যের আধার সেই অধিকরণকে পক্ষ বলে। যদিও নব্য নৈয়ায়িকগণ পরে বলেন, কোন অধিকরণে সাধ্য সন্দেহ থাকলে তা যেমন পক্ষ হবে, তেমনি সাধ্যের সন্দেহ না থাকলেও কোন অধিকরণ পক্ষ হতে পারে; যদি সেখানে অনুমান করার ইচ্ছা থাকে। এরূপ অধিকরণে যদি হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান হয় তাহলে তাকে পক্ষসত্ত্ব বলে। যেমন পর্বতে বেড়াতে গিয়ে যদি সেখানে বহ্নিরূপ সাধ্যের সন্দেহ হয়, তাহলে পর্বত হবে এক্ষেত্রে পক্ষ এবং এই পর্বতে যদি পরক্ষণে ধূম দেখা যায়, তাহলে ধূম হেতুর পক্ষসত্ত্ব ধর্ম আছে বলতে হবে।

সপক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর গ্রন্থে বলেন, ‘নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষঃ’ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি সুনিশ্চিত তাকে সপক্ষ বলে এবং তাতে যদি হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান হয়, তাহলে হেতুটির সপক্ষসত্ত্ব ধর্ম থাকবে। যেমন আমরা জানি রান্নাঘরে সুনিশ্চিতভাবে আগুন (সাধ্য) থাকে। এবার সেখানে যদি ধূম (হেতু) এর জ্ঞান হয় তাহলে ধূমহেতুর সপক্ষসত্ত্ব ধর্ম থাকবে।

‘নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ’ অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সাধ্যের অভাবের অধিকরণকে বিপক্ষ বলে। আর তাতে যদি হেতুর অভাবের জ্ঞান হয়, তাহলে হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্ম থাকবে। যেমন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, জলাশয়ে বহ্নি (সাধ্য) থাকে না। তাই তা বিপক্ষ। আবার সেখানে ধূম (হেতু) ও থাকে না। ফলে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ জলাশয়ে হেতু ধূমের অভাব থাকায় হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হবে, তার যদি সমশক্তিশালী অন্য কোন প্রতিপক্ষ হেতু না থাকে, তাহলে ঐ হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নিরূপ সাধ্যধর্মের সিদ্ধির ক্ষেত্রে হেতুটির সমান শক্তিবিশিষ্ট কোন হেতু না থাকায় ধূম হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

যদি পূর্বে কোন বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যাভাব নিশ্চিত না হয়, তাহলে যে হেতুর দ্বারা ঐ সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হয়েছিল তার অবাধিতত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য বহ্নির অভাব কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হওয়ায় ধূম হেতুটি অবাধিত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ লাভের জন্য যে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলেন, তন্মধ্যে 'প্রমাণ' হল প্রথম পদার্থ। আবার যে সকল প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়র তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় তা আবার সূত্রকারের মতে চার প্রকার(প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। অনুমান দ্বিতীয় প্রমাণ। তাই সূত্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণের সবিশেষ আলোচনার অনন্তর 'অনুমান' নামক প্রমাণের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ''অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ'' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর প্রত্যক্ষ বিশেষ মূলক যে জ্ঞান তা হল অনুমান, সেই অনুমান তিন প্রকার - ১) পূর্ববৎ, ২) শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

এখন অনুমানের লক্ষণে উল্লিখিত ত্রিবিধ অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ভাষ্যকার পরে সূত্রকার স্বীকৃত ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, যেখানে কারণের দ্বারা কার্যের অনুমান করা হয়, তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে। যেমন আকাশে মেঘের উন্নতি দেখে 'বৃষ্টি হবে' - এরূপ অনুমান। যেখানে কার্য দ্বারা কারণের অনুমান করা হয়, তাকে শেষবৎ অনুমান বলে। যেমন পূর্বের জলের বিপরীত জল, নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা দেখে 'বৃষ্টি হয়েছে' - এরূপ অনুমান। আবার যেখানে গতির প্রত্যক্ষ হয়, সেখানে পূর্বে যে পদার্থকে একস্থানে দেখা হয়েছিল, পরে সেই পদার্থকে অন্যস্থানে দেখা যায়। সূর্যেরও সেরূপ প্রত্যক্ষ হয়।(অর্থাৎ সূর্যকে প্রথমে একস্থানে দেখা যায়, পরে অন্যস্থানে দেখা যায়। সুতরাং সূর্যেরও গতি আছে)।ইহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

তাৎপর্য এই যে, পূর্ববৎ ও শেষবৎ এই দুইপ্রকার অনুমানই কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ ও বিশেষ কার্যই লিঙ্গ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়। সাধারণভাবে কার্যকারণ নিয়ম অনুমিতির লিঙ্গ নয়। কারণ নিজেই বা কার্য নিজেই স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতি উৎপন্ন করে না। 'এটি কারণ', 'এটি কার্য' - এই প্রকার জ্ঞান হওয়ার পর এদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হবে। এভাবে পদার্থ দুটিকে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে জানলে 'পক্ষে ব্যাপক আছে' এই অনুমিতি জন্মায়। সুতরাং যেক্ষেত্রে কারণকে কার্যের ব্যাপ্য বলে জ্ঞান হবে সেক্ষেত্রে পূর্ববৎ অনুমিতি হতে পারে। ঠিক তেমনি যে স্থলে কার্যকে কারণের ব্যাপ্য বলে জ্ঞান হবে সেস্থলে শেষবৎ অনুমিতি হতে পারে।

উক্ত দুই ক্ষেত্রে লৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা তাদের ব্যপ্তি জ্ঞান হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি সাধ্য এমন হয় তার লৌকিক প্রত্যক্ষই হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সূর্যের গতি। একটি কুকুর যখন দৌড়ে যায়, তখন আমরা তার গতি প্রত্যক্ষ করি, একটি ট্রেন যখন ছুটে চলে, তখনও আমরা তার গতি প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু সূর্যের গতি সেরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু সূর্যের গতি যদি সাধ্য হয়, তাহলে তার উপলব্ধির উপায় কি? সূর্যের গতির সাথে কার ব্যাপ্তি সম্পর্ক আছে? এই ব্যাপ্তি জ্ঞান বা হবে কিভাবে? একই অধিকরণে হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধ্য (সূর্যের গতি) প্রত্যক্ষ সম্ভবই নয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

সূর্যের গতি সম্পর্কে আমাদের ব্যাপ্তি জ্ঞান না হলেও গতি সম্বন্ধে মোটামুটি ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। আমরা জানি কুকুর, শেয়াল, মানুষ ট্রেন ইত্যাদি গতি বিশিষ্ট হলে, তাদের একস্থান থেকে ভিন্ন স্থানে দেখা যায়। যে সকল পদার্থের গতি নাই তারা পূর্বে যেখানে ছিল পরেও সেখানেই থাকে। এর থেকে বলা যায়, যদি কোন পদার্থ প্রথমে এক স্থানে দৃষ্ট হওয়ার পর, পরে ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহলে বলা যায় সেই পদার্থ গতি বিশিষ্ট। আমরা সূর্যের গতি প্রত্যক্ষ না করলেও অর্থাৎ সূর্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হলেও সূর্য প্রথমে এক স্থানে দৃষ্ট হয়, পরে অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা অনুমান করতে পারি সূর্যেরও গতি আছে। এই প্রকার অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট নামক যে তিন প্রকার অনুমান স্বীকার করেছেন উদ্যোতকর তাঁর ন্যায়বার্তিকে সেগুলিকে অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী নামে অভিহিত করেছেন। নব্য ন্যায়াচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় এই নামানুসারে অনুমানকে পরবর্তীকালে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী নামে অভিহিত করেছেন।

এই বিভাগের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ব্যাপ্তি দুই প্রকার - অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য - এরূপ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিকে অন্বয় ব্যাপ্তি এবং যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে হেতুর অভাব এরূপ সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে। অন্বয় ব্যাপ্তি স্থলে হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক হয়। আর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্থলে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য ও হেত্বভাব ব্যাপক হয়। অনুমানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ব্যাপ্যের দ্বারা ব্যাপকের অনুমান হয়। যে অনুমানের ক্ষেত্রে কোন বিপক্ষ পাওয়া যায় না কেবল পক্ষ বা সপক্ষই সম্ভব, সেই অনুমান অন্বয় ব্যাপ্তি নির্ভর হওয়ায় কেবলান্বয়ী অনুমান। আবার যেক্ষেত্রে সপক্ষ সম্ভব না হওয়ায় অন্বয় ব্যাপ্তি অভাবে কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই গঠন করা যায় এবং কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমান হওয়ায় অনুমানকে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান বলে। আর যেক্ষেত্রে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব হয় এবং ঐ ব্যাপ্তি নির্ভর যে অনুমান তাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে।

যেমন ‘শব্দঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ ঘটবৎ’ - শব্দ অভিধেয় অর্থাৎ নাম দ্বারা প্রকাশযোগ্য, কারণ তাতে প্রমেয়ত্ব বা প্রমার বিষয়ত্ব আছে। ন্যায়মতে জগতের সকল বস্তুই অভিধেয়, আবার তা প্রমার বিষয়ও বটে। ফলে দৃষ্টান্ত অভাবে যেখানে অভিধেয়ত্বের অভাব সেখানে প্রমেয়ত্বের অভাব - এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভবই না হওয়ায় কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি নির্ভর হওয়ায় এই অনুমান কেবলান্বয়ী অনুমান। আবার ‘ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্ত্তৃত্বাৎ’ - ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা - এরূপ অনুমান কেবল ব্যতিরেকী অনুমান। এক্ষেত্রে যে সর্বজ্ঞ নয়, সে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা নয় যেমন রাম, শ্যাম ইত্যাদি এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিই কেবল সম্ভব। কিন্তু যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, তিনি সর্বজ্ঞ - এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তি গঠন সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হওয়ায় সপক্ষ দৃষ্টান্ত অন্বয় ব্যাপ্তি গঠনের জন্য পাওয়া যাবে না। ফলে এই অনুমান কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নির্ভর হওয়ায় কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে।

আর ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ - এই জাতীয় অনুমান অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তি(যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি, যেমন রান্নাঘর। আবার যেখানে বহ্নি নাই সেখানে ধূম নাই, যেমন জলাশয়) নির্ভর বলে এই জাতীয় অনুমানকে অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান বলে।

উক্তক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপ্তি তিন প্রকার বলে ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমানও তিন প্রকার। ব্যাপ্তি গঠনের ক্ষেত্রে হেতুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র যে হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব বা গমকত্ব আছে কেবল সেই হেতু যথাযথ ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা আমাদের সাধ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দান করে।

আমরা জানি অনুমান হল জ্ঞাত সত্য থেকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়া। জ্ঞাত সত্য বলতে হেতুকে বোঝানো হয়। তাই হেতু যথার্থ না হলে ব্যাপ্তি যথার্থ হবে না। ব্যাপ্তি যথার্থ না হলে অনুমানও যথার্থ হবে না। ফলে অনুমিতিও সম্ভব নয়। কিন্তু উক্ত সকল হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব সমান নয়। ন্যায়মতে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজকত্ব রূপ পাঁচটি - পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ব। কিন্তু কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষ পাওয়া যায় না বলে বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ বাদ দিয়ে বাকি চারটি অনুমাপকতা প্রযোজক রূপ এবং কেবল ব্যতিরেকী হেতুর সপক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, তাই এই হেতুর সপক্ষসত্ত্ব ব্যতিরেকে অবশিষ্ট চারিটি রূপ অনুমাপকতা প্রযোজক। ন্যায়মতে এই অনুমাপকতা প্রযোজক হেতুই কেবল পারে সাধ্যের সহিত যথাযথ অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাধ্যের সহিত পক্ষের সম্পর্ক স্থাপন করে সাধ্য সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করতে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ